গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২৪২
বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

তারিখঃ ১৭/০৮/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ রাত ১০.৩০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমূদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

১৭/০৮/২০১৭ইং তারিখ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাসঃ

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে

পূর্বাভাসঃ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সে. বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.৩	৩১.০	৩৩.০	৩১.১	৩৫.২	৩৩.৭	৩৪.৫	৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.৫	২৬.৮	২৪.০	২৫.৪	২৬.৮	২৫.৬	২৬.০	২৬.০

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৫.২০ সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাংগামাটি ২৪.০০ সে.।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০টা পর্যন্ত)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	**৯০ টি**	**পানি স্থিতিশীল রয়েছে**	**০২ টি**
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	**৪৮ টি**	**তথ্য পাওয়া যায়নি**	**০০ টি**
পানি হ্রাস পেয়েছে	**৪০ টি**	**বিপদসীমার উপরে**	**২৮ টি**

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র, সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল আগামী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘণ্টায় হ্রাস পেতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস আগামী ২৪ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।

বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন):

নদীর নাম	পানি সমতল স্টেশন	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি (+)/হ্রাস(-)(সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
ধরলা	কুড়িগ্রাম	-২২	+৫৪
যমুনেশ্বরী	বদরগঞ্জ	+১৮	+১২৭
ঘাঘট	গাইবান্ধা	-১০	+৭৩

করতোয়া	চকরহিমপুর	-১	+২৪
ব্রহ্মপুত্র	চিলামারী	-১৫	+৬৪
যমুনা	বাহাদুরাবাদ	-১৩	+১২১
যমুনা	সারিয়াকান্দি	-৪	+১২২
যমুনা	কাজিপুর	+৩	+১৫৪
যমুনা	সিরাজগঞ্জ	+৪	+১৫২
যমুনা	আরিচা	+১৩	+৭২
গুর	সিংড়া	+৯	+৪৯
আত্রাই	বাঘাবাড়ি	+২০	+৯৯
ধলেশ্বরী	এলাসিন	+১৪	+১০৭
লক্ষ্যা	লাখপুর	+১৬	+৩৬
কপোতাক্ষ	ঝিকরগাছা	+৫	+২
ছোট যমুনা	নওগাঁ	+১১	+৮২
আত্রাই	মহাদেবপুর	-২	+৭৭
পদ্মা	গোয়ালন্দ	+১৬	+৯৬
পদ্মা	ভাগ্যকূল	+১৯	+৩৪
সুরমা	কানাইঘাট	-৪	+৮১
সুরমা	সিলেট	-১০	+২০
সুরমা	সুনামগঞ্জ	-২১	+৩৬
কুশিয়ারা	অমলশীদ	-১৮	+৫৬
কুশিয়ারা	শেওলা	-৯	+৫৮
কুশিয়ারা	শেরপুর-সিলেট	-১	+২
পুরাতন সুরমা	দিরাই	+৯	+২৭
কংস	জারিয়াজঞ্জাইল	-১৮	+১২০
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	+১০	+২৩

গত২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত)মিমি(	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত)মিমি(
নোয়াখালী	৮৯.০	লামা	৫৭.০

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা ও ত্রাণ তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

১) **দিনাজপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ১৩ টি উপজেলা, ৮ টি পৌরসভা এবং ৭৮টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। জেলায় সাপের কামড়ে ১ জন, মাটির দেয়াল ধসে ৩ জন এবং পানিতে ডুবে ১৭ জনসহ মোট ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। জেলায় মোট ৩৮৪টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রিত লোকসংখ্যা মোট ১,৭৩,৭৯৬ জন। নদীর পানি ২ টি পয়েন্টে বিপদসীমির নিচ দিয়ে এবং ১ টি পয়েন্টে বিপদসীমার লেভেল বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

২) **নীলফামারীঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানির তোড়ে জেলার ৬ টি উপজেলা ও ৫১টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় নীলফামারী জেলায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ায় বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণকারী পরিবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে শুরু করেছে । সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

৩) **লালমনিরহাটঃ** জেলা প্রশাসক ইমেইল বার্তার মাধ্যমে জানান যে, জেলার ২টি পৌরসভা এবং ৫ টি উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ১০২৭৫০ টি পরিবারের ৪,১১,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । ১০৮ টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। বন্যার পানি ক্রমশঃ কমে যাওয়ায় বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৯টি এবং আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৪২৭৫ জন। বন্যায় তিন পরিবারের ৫জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুই পরিবারকে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। অপর পরিবারকে টাকা প্রদান প্রক্রিয়া চলমান আছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

৪) **ঠাকুরগাঁওঃ** সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫ টা উপজেলার (ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ ও হরিপুর) নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হয়েছে। সদর উপজেলায় ১৪ বছরের একটি ছেলে নিখোজ আছে। জেলার অধিকাংশ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেছে । পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৫) **কুড়িগ্রামঃ** জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জানান যে, তার জেলার ৯ টি উপজেলার ২টি পৌরসভাসহ ৬২ টি ইউনিয়নের ৮২০ টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজারহাট, সদর, ভূরুংগামারি, ফুলবাড়ি ও নাগেশ্বরী উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজারহাট উপজেলার কালুয়া পয়েন্টে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং একই বাঁধের সদর উপজেলার আরেক অংশের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে ১৪জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নদীর পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

৬) **পঞ্চগড়ঃ** জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় জানান যে, তার জেলার ৪ টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। ১৫৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৯,০০০ লোক আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। ৫০ মেট্রিক টন জি আর চাউল, ৫,০০,০০০ জিআর ক্যাশ এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবারের বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

৭) **গাইবান্ধাঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি উপজেলার ১৬ ইউনিয়নের ১৩৮টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠার কারণে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭৮ কিঃমিঃ বাঁধের ৮টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সেনা বাহিনী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে বাঁধ মেরামতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

৮) **সিরাজগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, আজ যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। এখন পর্যন্ত কোন উপজেলা থেকে কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

৯) **বগুড়াঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ৮৯টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যাক্রান্ত এলাকার ২৬১০টি পরিবার বিভিন্ন বাঁধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

১০) **ময়মনসিংহঃ** জেলা প্রশাসক ইমেইল বার্তার মাধ্যমে জানান যে, তার জেলায় ১ টি উপজেলা অর্থাৎ ধোবাউড়া উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নে ১৬,৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার্তদের মাঝে ২০ মেঃ টন এবং ৫,৪৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ২টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ৩৫০ জন লোক অবস্থান করছে। ধোবাউড়ার নিতাই নদী ও ময়মনসিংহ ব্রম্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

১১) **জামালপুরঃ** জেলা প্রশাসক, জামালপুর জানান যে, অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৭ উপজেলা ও ৫ পৌরসভার ৫৫টি ইউনিয়নের ৫৫৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ১৩৪ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে বন্যার পানি স্থিতিশীল আছে। বন্যার পানিতে ডুবে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

১২) **নেত্রকোনাঃ** নদীর পানি বৃদ্ধি ও বৃষ্টির পানিতে জেলার ৫ উপজেলার ২৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় বেশ কিছু ঘরবাড়ী ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

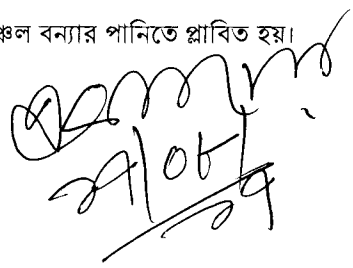

১৩) **রাজবাড়ীঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও উজানের পানির তোড়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৫টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ১২৭ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। পরিস্থিতির প্রতি জেলা প্রশাসন সার্বিক নজর রাখছে।

১৪) **ফরিদপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৩ টি উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।

১৫) টাংগাইলঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, তার জেলায় ২ টি উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়নের ২০২ টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ১৫০ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৬) **বি-বাড়ীয়াঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যার পানি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

১৭। সিলেটঃ জেলা প্রশাসক জানান যে, তার জেলায় ৭ টি উপজেলার ৪২ টি ইউনিয়নের ৩১,০৮০ পরিবারের ১,৩৩,৭৪০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার্তদের মাঝে ৫৮ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ১ টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ৪০ জন লোক অবস্থান করছে।

১৮) **সুনামগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার মোট ১১টি উপজেলা, ৫৩ টি ইউনিয়ন, ১৯১০০ পরিবার, ৯৩৭৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুনামগঞ্জ সদরে ১ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং দুয়ারা বাজারে ১ জন পানিতে ডুবে মৃত্যু বরন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করে বিতরণ করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে আশ্রয় কেন্দ্রে কোন লোক এখনো নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। বন্যার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে পানি কমতে শুরু করেছে।

১৯) **যশোরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৩টি উপজেলার ২২টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানিতে ৩ জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২৫০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পানি হ্রাস পাচ্ছে।

২০) **রাঙ্গামাটিঃ** জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৩টি উপজেলার ২০টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে পানি হ্রাস পাচ্ছে।

২১) **শেরপুরঃ** জেলা প্রশাসক কর্তৃক জানানো হয় যে, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে কারণে ৫টি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের ১২০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। তার মধ্যে ২জন কিশোর এবং ১জন বৃদ্ধ ও আছে।

২২) **ঢাকাঃ** জেলা প্রশাসক, ঢাকার ইমেইল বার্তার জানা যায় যে, উজানের পানি নেমে আসায় পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়কৃষ্ণপুর ও শিকারী পাড়া ইউনিয়নের এবং দোহার উপজেলার নারিসা, মাহমুদপুর ও বিলাসপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

২৩) **মৌলবীবাজারঃ** জেলা প্রশাসক জানান যে, বহুদিন ধরে মৌলবীবাজার বন্যা বিরাজ করছে, এখন ও কিছু কিছু পয়েন্টে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি দেওয়াল চাপা পড়ে ৪বছরের একটি শিশু এবং পানিতে পড়ে ১২বছরের একটি শিশু মারা গেছে। নিহতদের পরিবারকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২৪) নওগাঁ: জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ৯টি উপজেলার ৬০টি ইউনিয়নের ৩৩৯টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ১জন মৃত্যুবরণ করেছে।

** **বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ পরিশিষ্ট ক (পৃষ্ঠা (১ ও ২) ও খ তে দেখানো হলো।**

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com, **হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮।

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ১৭.০৮.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতি উপ-জেলা	ক্ষতিঃ পৌর সভা	ক্ষতিঃ ইউনিয়ন	ক্ষতিঃ গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হেক্টরে)		মৃত লোক সং	মৃত হাঁস-মুরগী	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান		ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা		ক্ষতি ব্রীজ/	ক্ষতিঃ বাঁধ কিমিঃ		বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রিত লোক সংখ্যা
						সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং			সঃ	আং	(স)	(আং)		সঃ	আং		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
১	দিনাজপুর	১৩	৮	৭৮	৫৫৬	২৫৯১৮	৮৮৪৯১	১০৩৭১২	৩৫৩৯৬৪			১২১১৭০		২১									৩৮৪	১৭৩৭৯৬
২	নীলফামারী	৬	১	৫১		৩০১	৪১২৩৪	১২০৪	১৬৪৯৩৬				৩৮০৫০	৫							৫.	১৫	৩০	৪৪০০
৩	লালমনিরহাট	৫	২	৩৫			১০২৭৫০		৪১১০০০				২৫২৩৫	৫								৫০	৯৭	৮৯৫৬
৪	কুড়িগ্রাম	৯	২	৬০	৭২৪		১২৫১০৫		৫১১০৩২		১২৬১০৫		৪২৩৫১	১৪	৩	৭	৬০০		১৪২.৫	২৩			১৫৭	৮৫৯০৬
৫	ঠাকুরগাঁও	৫	৩	৪১	২০০		২৮৮০০		১১৫২০০	৫০০	২০০০		১৪৬৬০	১									৫১	২৩৩২৫
৬	পঞ্চগড়	৫	৩	৪৩			৪৫৩০৫		১৮১২২০				১২৫২										৫০	৭৫০০
৭	গাইবান্ধা	৬	১	৪২	২৬২		৬০৪১৭		২৫২১০৩		৩১৪৮৯		৫০৪০	২			৭৭		৯৫	১২		১	৯০	২০৩৫৩
৮	বগুড়া	৩		১৪	৮৯		২৫৯৮২		১০৩৯২৮				২৭৮০				৮২					৭১		১২৪০
৯	সিরাজগঞ্জ	৫	১	৫০	৩১১		৭৭৮১০		৩৪০৭৬০	৩৪৫৩	২৯৯৩৫		৪৪২৭			৩	৭১	৩০	২৭	১২			১০৬	৬৬২৩
১০	জামালপুর	৭	৫	৫৫	৫৫৪		১০৫৪৪১		৫৬৫৫০২	২১০	৯৫০৫		২০৯৬৮	১				০.৫	৬২২		১.৫	৭.০	২০	৪০০২
১১	সুনামগঞ্জ	১১		৫৩	৭১৩		১৯১০০		৯৩৭৫০	১৫২২	১১৬৭২		১০৪৭৫	২										
১২	নেত্রকোনা	৫		২৯			৩২৪৬৩		১২৪৯৮০		২৪৫৮		১০০১৫	২			২১৭		২২১			৩	১	৯১
১৩	রাঙ্গামাটি	৩	১	২০		৫০	৭১৯৩		৩২০০০	৫০	১৮৬০		১২০০						২০					
১৪	বি-বাড়ীয়া	২		৫	৩৭		৮০০		৩৩২০				১১৩০											
১৫	ফরিদপুর	৩		৯			১৭৬০		৮৮০০	৩০৫	২১৫													
১৬	রাজবাড়ী	৫	৩	১৪	১২৭		২১৭৫৫		৭৭৪৩২	৪০০	৪০০		১২৭০										১৪	
১৭	যশোর	৩	৩	২৪	১২৫		১২১৫৫		১১৮৩৩৪		৯৯৯৭		৭৬৬৬	৩			১১৯		৬১				৪২	১৬৪৯৮
১৮	ময়মনসিংহ১			৬			১৬৪০০		৬৫৬০০				৫৬০০								০.১৫	৭	২	৩৫০
১৯	টাংগাইল	২		১৮	২০২		৪১০০০		১৫৫৮০০		৩১৬৫০		২৫০০						১৬০			৫	১	১৫০
২০	সিলেট	৭		৪২							৪০৯০		৭৬৬৪		৫০								১	৪০
২১	শেরপুর	৫		১৮			১২০০		৪৮০০				২০০০	৩										
২২	ঢাকা	২		৫			৩৫		১৪০															
২৩	মৌলবীবাজার	৫		১৬	৮৭		১৭৬৫		৮৬৮২				৫৮৫	২										
২৪	নওগাঁ	৯		৬০	৩৩৯		৪৯৬৯০		২৪৩১০০	১৩৭০	১৫৭১০		৩৯০৫৪	১									৫	৪৬০০
২৫	কুমিল্লা	১২		১১২			২৭২৩৬		১৫৮৬৩২	১৬৫	২৩		৩৫৯৭	২					৮৩৫				১	১০০
	মোট	১৩৮	৩৩	৯০০	৪৩২৬	২৬২৬৯	৯৩৩৮৮৭	১০৪৯১৬	৪০৯৫০১৫	৭৯৭৫	২৭৭১০৯	১২১১৭০	২৪৭৫১৯	৬৪	৫৩	১০	১১৬৬	৩১	২১৮৪	৪৭	৭	১৫৮	১০৫২	৩৫৭৯৩০

স্বাক্ষরিত

(জি,এম আব্দুল কাদের)

উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)

পরিশিষ্ট 'ক' পৃষ্ঠা-২

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি, উজানের পানি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ১৭.০৮.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েল	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	মেডিকেল টিম
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
১	দিনাজপুর	২১৬৩			১৭০
২	নীলফামারী	১০৮৪			৬৭
৩	লালমনিরহাট	৮৬৩০			৫৪
৪	কুড়িগ্রাম	১২৭১৯			৮৭
৫	ঠাকুরগাঁও	২৫৩			১০৫
৬	পঞ্চগড়				৪৯
৭	গাইবান্ধা	১৯৪১			১২০
৮	বগুড়া	১২৪৫			১২১
৯	সিরাজগঞ্জ	৪৮৮৬			৯৫
১০	জামালপুর	৪৬৬১			৭৭
১১	সুনামগঞ্জ				১২৪
১২	নেত্রকোনা	২১৫			
১৩	রাঙ্গামাটি				
১৪	বি-বাড়ীয়া				
১৫	ফরিদপুর				
১৬	রাজবাড়ী				৪৮
১৭	যশোর				
১৮	ময়মনসিংহ				
১৯	টাংগাইল				১২৬
২০	সিলেট	৪৫১৪			১৪৮
২১	শেরপুর				
২২	ঢাকা				
	মোট	৪২৩১১			১৩৯১

পরিশিষ্ট 'খ'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ								তারিখঃ ১৭.০৮.১৭ খ্রিঃ		
ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ			শুকনো খাবার (প্যাকেট)		
		মোট বরাদ্দ (পূর্বের অব্যয়িতসহ)	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	মোট বরাদ্দ (পূর্বের অব্যয়িতসহ)	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ
১	দিনাজপুর	৪৯৫	৩০০	১৯৫	১৬০০০০০	১০৯০০০০	৫১০০০০	২০০০	১০০০	১০০০
২	নীলফামারী	৬২৫	৩১৬	৩০৯	১৯৫০০০০	১৩৫০০০০	৬০০০০০	৬০০০	৬০০০	
৩	লালমনিরহাট	৩০২	২৪২	৬০	১০১৫০০০	৮৭৫০০০	১৪০০০০	২০০০		২০০০
৪	কুড়িগ্রাম	১০০১	৮৫১	১৫০	৩২৫৫০০০	২৩০৫০০০	৯৫০০০০	২০০০	২০০০	০
৫	ঠাকুরগাঁও	৩২৪	৪২	২৮২	৮২০০০০	১২০০০০	৭০০০০০	২০০০	২০০০	
৬	পঞ্চগড়	৩২৫	৬৭	২৫৮	১১৫০০০০	৫৪৫০০০	৬০৫০০০	২০০০		
৭	গাইবান্ধা	৯২৫	৯১১	১৪	৩৩০০০০০	৩২৫০০০০	৫০০০০	৪০০০	৪০০০	
৮	বগুড়া	৬০০	৩৮৫	২১৫	১৫০০০০০	৭৪৫০০০	৭৫৫০০০	৮০০০	৬০০০	২০০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৫৭৬	৫০৭	৬৯	১৪৪০০০০	১২৪০০০০	২০০০০০			
১০	জামালপুর	৩৩৮	১২৮	২১০	১৩৭৫০০০	২৫০০০০	১১২৫০০০			
১১	সুনামগঞ্জ	২৮৯	২২৩	৬৬	৯০০০০০	৩৯০০০০	৫১০০০০	২০০০	১৫০০	৫০০
১২	নেত্রকোনা	১৯৩	২৫	১৬৮	৩০০০০০	১৬০০০০	১৪০০০০			
১৩	রাঙ্গামাটি	২০০	৭২	১২৮	১৪০০০০০	৬৫০০০	১৩৩৫০০০	১০০০	১০০০	০
১৪	বি-বাড়ীয়া	১৩০	১৬	১১৪	৩৮০০০০	৩০০০০	৩৫০০০০			
১৫	টাংগাইর	১৮২	২৯	৭২	৩০০০০০	১৯৫০০০	১০৫০০০			
১৬	ফরিদপুর	২০০	১০	১৭২	৩৯৫০০০	২০০০০০	১৯৫০০০			
১৭	সিলেট	১৫৪	৫৮	৯৬	৩১৬৯৫০		৩১৬৯৫০			
১৮	রাজবাড়ী	৩০০	১২৭	১৭৩	৬৫০০০০	২৬৮০০০	৩৮২০০০			
১৯	ময়মনসিংহ	৯৫	২০	৭৫	৩১০৫০০		৩১০৫০০	৫৪৫০	৫৪৫০	
২০	যশোর	২০০	১০১	৯৯	৭০০০০০	১৪৫০০০	৫৫৫০০০			
২১	শেরপুর	৭৫	১৯	৫৬	২৩০০০০	৪৫০০০	৮৫০০০			
২৩	মৌলবীবাজার	২০০	২০	১৮০	৭০০০০০	৩০০০০	৬৭০০০০			
২৪	নওগাঁ	১৫০	৯৯	৫১	৬০০০০০	৫২০০০	৫৪৮০০০			
	মোট	**৭৮৭৯**	**৪৫৬৭**	**৩২১২**	**২৪৫৮৭৪৫০**	**১৩৩৫০০০০**	**১১১৩৭৪৫০**	**৩৬৪৫০**	**২৮৯৫০**	**৫৫০০**